গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
নির্মাণ অধিশাখা।

নং স্বাপকম/নির্মাণ/তদন্ত/২০১৪-**১৭১** তারিখঃ ০৮/০৫/২০১৪খ্রি.

বিষয়ঃ **তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগে।**

বিগত ২০.০৪.২০১৪ তারিখ রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বাপকম/হাস-২/তদরকি কমিটি-১/২০০৭(অংশ-১)-২৪২ তারিখ ২১.০৪.২০১৪ মুলে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সাথে দাখিল করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ ১৮ (আঠারো) ফর্দ

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, তদন্ত কমিটি।

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নি ডাক্তারদের সাথে সাংবাদিকদের সংঘটিত সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনঃ-

বিগত ২০.০৪.২০১৪ তারিখ রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বাপকম/হাস-২/তদরকি কমিটি-১/২০০৭(অংশ-১)-২৪২ তারিখ ২১.০৪.২০১৪ মুলে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হচ্ছেন

১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সচিব (নির্মাণ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২। ডাঃ মোসাদ্দেক আহমেদ, বিএমএ প্রতিনিধি, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ আবদুল জলিল ভূইয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন।

৪। ডাঃ মোঃ মাহমুদ হাসান, উপপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা।

৫। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বাপকম/... প্রশা-৩/রাজঃমেডিঃ তদন্ত/২০১৪/৫৬ তারিখ ২৪.০৪.২০১৪ মূলে কমিটি উল্লেখ্য ঘটনা তদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালের পরিচালক-কে পত্র দেয়া হয়। কমিটি ২৪.০৪.২০১৪ তারিখ রাজশাহী গমন করেন এবং ঐ দিন এবং পরের দিন যথা ২৫.০৪.২০১৪ তারিখ রাজশাহীস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেষ্টহাউজে তদন্ত কাজ শুরু করেন। তদন্তকালে কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তদন্তের প্রারম্ভে কমিটির আহ্বায়ক সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমে সাংবাদিকদের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। রাজশাহীর সাংবাদিকগণের মধ্যে ১০ জনের বক্তব্য শুনে রেকর্ড করা হয়। তাঁরা হচ্ছেন- চ্যানেল ২৪ এর জনাব আবরার শাঈর , ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি জনাব মঈনুল হাসান জনি, কালের কণ্ঠের জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন, দৈনিক সান সাইন এর মোঃ রহিদুল ইসলাম, চ্যানেল ৯ এর রকিবুল হাসান, জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, ATN এর ক্যামেরাম্যান মাহফুজুর রহমান রাজশাহীর ফটোজার্নালিষ্ট এসোশিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ, মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের মোঃ গোলাম রব্বানী, যমুনা টিভির ক্যামেরাম্যান জাবীদ অপু এর বক্তব্য রেকর্ড করা হয় (বক্তব্য টাইপ করে সংযুক্ত করা হলো)। পরবর্তীতে বেলা ৫.৩০ ঘটিকায় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতাল এর সম্মেলন কক্ষে কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতে ডাক্তারদের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক রেকর্ড করা হয়। ইন্টার্নি ডাঃ সুব্রত, ডাঃ তমা সরকার, ডাঃ ফাহমিদা আল সোমা, ডাঃ কামরুল হাসান মিঠু, সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান, শিশু সার্জারি সহকারী রেজিষ্টার ডাঃ কাজী আল হোসেন জামিল, ডাঃ আ.স.ম বরকতুল্লাহ্ উপপরিচালক হাসপাতাল এর বক্তব্য শুনে রেকর্ড করা হয়। হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ, কে এম নাসির উদ্দিন এর বক্তব্য শোনা হয় এবং তিনি আলাদাভাবে একটি প্রতিবেদনও তদন্ত কমিটি বরাবরে দাখিল করেন। হাসপাতালে ডাক্তারদের বক্তব্য রেকর্ড করার পর কমিটির সদস্যবৃন্দ হাসপাতালের মধ্যে ঘটনাস্থল (১৩নং ওয়ার্ড) পরিদর্শন করেন এবং যে রোগীকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত তার সাথে কথা বলেন; সে এখন সুস্থ আছে এবং তার সুচিকিৎসা চলছে। রোগীর মা জনান যে, রোগীকে পরীক্ষা করার সময় আমার মেঝ ছেলে ডাক্তারের গালে চড় মারে। রাত ৮.৩০ ঘটিকায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে বিএমএ রাজশাহী শাখার প্রতিনিধিদের সাথে এক সভায় কমিটি মত বিনিময় করেন। বিএমএ প্রতিনিধিগণ রাজশাহী হাসপাতালে সংঘটিত

অপ্রীতিকর ঘটনা ও নিরাপত্তার বিষয় কমিটির কাছে তুলে ধরেন এবং এর একটি স্থায়ী সমাধান দাবী করেন। তাঁরা যে সুপারিশ করেন তা টাইপ করে সংযুক্ত করা হ'ল। হাসপাতালের পরিবেশ, রোগীর সাথে আসা ভিজিটরদের নিয়ন্ত্রণ সহ ডাক্তারদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র হতে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। কমিটি বিএমএ এর বক্তব্য শোনেন এবং এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার আহ্বান জানান।

হাসপাতাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাপূর্বক জনগণকে সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথা সকল চিকিৎসক-কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী সংগঠন, সাংবাদিকসহ সরকারি বেসরকারি সকল সংগঠনের সাথে সুন্দর ও সুষম সম্পর্ক সৃষ্টি করে জনসেবা প্রদানে সুদৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে কমিটি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

এ বিষয়ে রাজশাহী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এর সাথে কমিটির সদস্যদের আলোচনা হয় এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এর সাথে কমিটি সভাপতির সাথে ফোনে আলোচনা হয়।

সাংবাদিক এবং চিকিৎসকগণ থেকে প্রাপ্ত ভিডিও সিডি দু'টি সংযুক্ত করা হলো।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নি ডাক্তারদের সাথে সাংবাদিকদের সংঘটিত সংহিসতা নিরসন সম্পর্কে রাজশাহীর সাংবাদিকদের মতামতঃ-

আবরার শাইর চ্যানেল 24 এর মৌখিক বিবৃতি

বিগত ২০/৪/১৪ রাত ১০.০০টায় ১৩ নং ওয়ার্ড এর ইন্টার্নি ডাক্তারা রোগীর আত্মীয়দের সাথে গন্ডগোল হচ্ছে শুনে আমরা হাসপাতালে প্রবেশ করি। ইন্টার্নি ডাক্তারা চিৎকার করে এবং আমাদের ধাওয়া দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে যায়। মেয়েরা অশ্লীল ভাষায় খারাপ কথা বলেছে। তোরা জীবনে ভাল খবর দিস না। খারাপ খবর হলে তোরা আসিস। তারা ক্যামেরা ধরে টানাটানি করেছে। ক্যামেরা ম্যানকে ধাক্কা দিয়েছে। আমি দূরে সরে গেলাম। পুলিশ দাড়িয়ে দেখছে। ক্যামেরাম্যান রায়হানকে মারপিট করেছে। মেয়েগুলো অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। হেলমেট দিয়ে মারদিয়েছে। বোয়ালিয়া থানার ওসি- সাইদুর রহমান, ডিসি- পুলিশ চুপচাপ দাড়িয়ে দেখছিল। কোন পদক্ষেপ তারা নেয়নি।

" লিখিত বক্তব্য"

আমি ভিতরে গিয়ে বিষয়টি জানতে চেষ্টা করি; জানতে পারলাম রোগীকে ডাক্তারা থাপড় দিয়েছে। এটা নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে উত্তোজনা সৃষ্টি হয়। আমাদের হাসপাতালে যেতে হয়। আমাদের নিরাপত্তা না থাকলে আমরা কিভাবে কাজ করবো ?

২০/৪/১৪ এপ্রিল আনুমানিক রাত-১০টার দিকে খবর পেয়ে আমি ও আমার ক্যামেরাম্যান রায়হানুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে নির্মানাধীন গেট পার হয়ে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে যাই। করিডোরে ওঠার সাথে সাথে রায়হান ছবি নিতে শুরু করলে ইন্টার্নীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং তেড়ে আসে। এরপর তারা ক্যামেরায় হাত দেয় এবং আমার কাছে থাকা অফিসের ল্যাপটপ, মাইক কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। এ সময় নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা মেইন গেটের দিকে দৌড় দেই, পিছনে প্রায় ১০০ ইন্টার্নি ডাক্তার মারার জন্য ধাওয়া করে। রায়হানকে মারতে মারতে সামনে নিয়ে গেলেও আমি উলটাদিকে টার্ন নেই পুলিশের কাছে নিরাপত্তা পাবার আশায়। আমার পিছে ২০/২৫ জন ইন্টার্নি ডাক্তার এসে আমার উপর হামলা চালায়। এ সময় আমি পুলিশের হাত ধরে সাহায্য প্রার্থনা করি। ৩০ সেকেন্ড পর ভেতর থেকে এক পুলিশ সদস্য আমাকে টেনে তার পেছনে নেয়। তবুও মহিলা ইন্টার্নিরা আমাকে ক্রমাগত কিলঘুষি, লাথি মারতে থাকে। ৩০ মিনিটপর পুলিশ সদস্যরা আমাকে বাচাতে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়। ভিতরে সংবাদ নিতে গেলেও দায়িত্বরত কর্মকর্তারা আমাকে লাঞ্চিত করে। আমি কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে পাইনি। এদিকে ১৩ নং ওয়ার্ডের সামনে থাকা ইন্টানিরা আমাকে মারার জন্য পুলিশের সামনেই গ্রীল ধরে ধাক্কাধাক্কি করে। আমি ভয়ে গেটের পাশে আশ্রয় নেই। ইতি মধ্যেই পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স এলে ইন্টার্নদের ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যায়। এ সময় চার জন পুলিশ সদস্য আমাকে ১৩ নং ওয়ার্ড থেকে মেইন গেটে সাংবাদিক ভাইদের কাছে নিয়ে যান। পুলিশের নিরাপত্তায় থাকার সময় ইন্টার্নরা আমার ছবি তুলেছে এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

আমার ক্যামেরা নার্সদের কাছ থেকে ভিডিও ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে তা আছাড় দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এরফলে ক্যামেরার লাইট, ব্যাটারী ও মেমোরীকার্ড তারা ছিনিয়ে নেয়। আমার ক্যামেরা ম্যান গুরুতর আহত হন। দুইজন ইন্টার্ন চিকিৎসক যারা জড়িত তাদের সাক্ষাৎকার পরদিন চ্যানেল টুয়েন্টিফোরে প্রচারিত হয়।

নাম- (১) আব্দুর রহমান বাসা-টাংগাইল, (২) শামিম বাসা –জামালপুর। সাক্ষাৎকার নেন ঢাকা থেকে আগত রিপোর্টার। এই দুজন প্রত্যক্ষ ভাবে হামলায় নেতৃত্বদেয়। এছাড়াও নাম না জানা অসংখ্য ইন্টার্ন সেখানে ছিলো।

০২। <u>জনাব মইনুল হাসান জনি মৌখিক বক্তব্যঃ</u> রাত ১০:০০ টার সময় জানতে পারি ইন্টার্নি ডাক্তারা বিক্ষোভ করছে। গিয়ে দেখি রোহিদুল পূর্ব থেকে সেখানে ছিল। NTV ক্যামেরা ম্যান এবং আমি ছিলাম। মহিলা ডাক্তারা খুবই বাজে কথা বলছে। রাজপাড়া থানার ওসি মনিরুজ্জামান, দারোগা মিজানুর রহমান, এসি – সাইফুর রহমান সাইদ, ডিসি- প্রলয় চিসিম এবং উপস্থিতিতে ঘটনা ঘটেছে। ডিবি-এর ডিসি জিয়াউর রহমান জিয়া-ঘটনাস্থলে ছিলেন। তারা কি করবে সেটা নিয়ে আলোচনা করে। কিন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ইন্টার্নি ডাক্তারা বলছে কেন সাংবাদিক এসেছে? আবরারকে মারছে, রায়হানকে মারছে। মহিলা পুলিশ ছিলনা। মহিলা ডাক্তারা পুলিশকে ও মারে। বোয়ালিয়া থানার ওসি ছিল, আটদশজন পুলিশ ছিল। আমরা যাচ্ছি আবরারকে নিয়ে আসার জন্য। আমি নিজের পরিচয় দেইনি। প্রায় ২০০/৩০০ জন ডাক্তার জড় হয়। পুলিশ কোন ভুমিকা নেয়নি। যাকে যেভাবে পেরেছে মেরেছে।

<u>মইনুল ইসলাম জনির- লিখিত বক্তব্য-</u>

২০ এপ্রিল রাত ১০.০০ টার দিকে একজন সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারিলাম যে, রামেক হাসপাতালের ১৩ নং ওয়ার্ডে কিছু ইন্টার্নি চিকিৎসক বিক্ষোভ করছে। প্রায় ১০মিনিট পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি সেখানে রামেক পুলিশবক্স ইনচার্জ মিজানুর রহমান ও রাজপাড়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান অপেক্ষা করছিল। এর কিছুক্ষন পরই ঘটনাস্থলে বোয়ালিয়া জোনের এসি সাইফুর রহমান সাইদ, উপ-পুলিশ কমিশনার প্রলয় চিচিম উপস্থিত হন। কিন্ত এসব কর্মকর্তারা কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। সেখানে ইন্টানি পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসকরা খুবই উশৃংখল আচরন করে। এর মধ্যে সেখানে চ্যানেল টুয়ানটি ফোরের রিপোটর আবরাশাইর ও ক্যামেরাম্যান রায়হানুল উপস্থিত হন। তারা সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র চিকিৎসকরা তাদের উপর চড়াও হয়। রায়হানকে মারধর করে, ধাওয়া দেয়। কিন্ত আবরারের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে পুলিশের দিকে যায়। কিন্ত সেখানেও তাকে নিরাপত্তা দিতে ব্যথ হয় পুলিশ। পরে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান জিয়া আবরারকে হাসপাতালের ১৩নং ওয়ার্ড নিরাপদে রাখে। এর মধ্যে আমরা জানতে পারি আমাদের আরেক সহকর্মী হাসপাতালের গেটে হাজির হয়েছেন। এ সব খবর পেয়ে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আবরারকে উদ্ধারের জন্য হাসপাতালের ১৩ নং ওয়াডের দিকে যাওয়ার সময় বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সায়দুর রহমান ভূইয়া ইন্টার্ন চিকিৎসকদের হামলায় আমার ইনিডিপেনডেন্ট টিভির মনিটর ওক্যামেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার ফোকাস নষ্ট হয়ে গেছে।

০৩। মোঃ সালাহউদ্দিন, কালেরকন্ঠ- ফটো সাংবাদিক-এর মৌখিক বক্তব্যঃ

আমি সোর্স এর মাধ্যমে সংবাদ পাই যে, রাত ১০.০০টা ইন্টার্নি ডাক্তারা গোন্ডগোল করছে। গিয়ে দেখি বোয়ালিয়া থানার ওসি আছেন। রায়হান ভাই মার খেয়ে পেড়ে আছে। ডাক্তারা তার ক্যামেরা কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাকে লাথি কিলঘুষি মারে। আমাকে ধাক্কা দেয়ায় আমি পড়ে যাই। ক্যামেরা টা দূরে পড়ে য়ায়। আমি মার খাচ্ছি। রায়হান রক্তাক্ত অবস্থায় আছে।

ওসি সিভিল ড্রেসে গেটে। আমি সাংবাদিককে রক্ষার করার জন্য বলি। ঐ সময় ১৫০/২০০ ডাক্তার তেড়ে আসে। আমরা বুঝতে পারিনি যে, তারা সাংবাদিকদের মারবে। তাহলে আমরা পালিয়ে যেতাম। সাইকন ডি ৩০০০ ভাংগা অবস্থায় দেখল, যাতার সাথে লেন্সছিল ১৮ হতে ১০৫ এম এম যাহা ভাংগিয়া যায়। আমার ক্যামেরাটি কেড়ে নিয়ে ফুটবলের মত লাথিদিয়ে ছুড়ে মারে এবং আমার পিটের উপর দিয়ে একাধিক লোক পারাদিয়ে পার হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমি হাসপাতাল ছাড়িয়ে করিডোরের নিচে নেমে যাই। পথে ক্যামেরা কুড়িয়ে নিয়ে আসি।

মোঃ সালাহউদ্দিন, ফটোসাংবাদিক
কালেরকন্ঠ, রাজশাহী অফিস।

০৪। মোঃ রহিদুল ইসলাম, দৈনিক সান সাইন-এর মৌখিক বক্তব্যঃ রবিবার রাত ৯.৩০ খবর পাই যে, হাসপাতালে গোলমাল হয়েছে। ১৩ নং ওয়ার্ডে যাই, ডাক্তারা আমার কলার ধরে জানতে চান আপনিকে ? ও আবরার ভাই এবং ক্যামেরাম্যান হাসপাতালে গেলে তাদেরকে মারধর করে। ১৩ নং ওয়ার্ড থেকে একটু দূরে আমি পুলিশের সাথে ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম আরবার ভাইকে উদ্ধার করার জন্য; পুলিশ কোন পদোক্ষেপ নেয়নি।

লিখিত বক্তব্যঃ গত ২০ এপ্রিল রাত ৯.৩০ মিনিটে আমি দৈনিক সানসাইন অফিসে বসে নিউজ তৈরী করতেছিলাম। এমতবাস্থায় সোর্স মারফত জানতে পারি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ১৩ ওয়ার্ডে চিকিৎসকদের সাথে রোগীর স্বজনদের গোলমাল হয়েছে। এ অবস্থায় আমি অফিস থেকে বেরিয়ে নার্সিং কলেজ গেট হয়ে ১৩ নং ওয়ার্ডের উত্তর পার্শে দিয়ে এই ওয়াডের গেটের সামনে যাই। দেখি ইন্টার্ন চিকিৎসকরা ১৩ নং ওয়ার্ডে গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেস্টা করছে। তখন আমি একজনকে জিজ্ঞাস করি। এখানে কি ঘটনা ঘটেছে। বলতেই ইন্টার্ন চিকিৎসকরা আমার গেঞ্জিসহ গলা চেপে ধরেন। পরে ওয়ার্ড বয় মাসুদসহ আরো দুইজনে পরিচিত বলে আমাকে রক্ষা করেন। উপস্থিতির ১০ মিনিট পরে দেখি জনি ও রহয়ান নামে আরো দুজন সাংবাদিক দাড়িয়ে আছে। তার পর আবরার ও তার ক্যামেরাম্যান রায়হান আসলে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা তাদের উপরে হামলা চালায় এবং ক্যামেরা ভাংচুর করেন। তার কয়েক মিনিট পরে রুবেলের ক্যামেরাও ভাংচুর করা হয়। এক পর্যায়ে আমরা সংবাদ সংগ্রহ করতে না পেরে জরুরী বিভাগে চলে আসি। কিছুক্ষণ পরে বোয়ালিয়া থানার ওসি সাইদুর রহমানের সাথে আমরা ১৫/২০ জন সাংবাদিক যাই। সামনে থাকে পুলিশ ১৩ নং ওয়ার্ডের ৫০ গজ দূরে সাংবাদিক দেখে ইন্টার্ন মহিলা ও পুরুষ চিকিৎসকরা লাটিদিয়ে হামলা করে আর এতে আমার (দ্বিতীয় দফায়) পিঠে কয়েকটি আঘাত লাগে এবং একজন মহিলা ইন্টার্ন চিকিৎসক আমার গেঞ্জি ছিড়ে ফেলেন। আমি সহ ১০ জন সাংবাদিক আহত হয়। এই ঘটনায় পুলিশ ছিল নিরব দর্শক। আমি এই ঘটনার সাথে জড়িতদের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। সাংবাদিকদের ক্ষতি পূরুন দাবি জানায়। বিদ্র:- একটি নোকিয়া মোবাইল সেট ভেঙে যায়; দৌড়ে পালাতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে।

রহিদুল ইসলাম,ষ্টাফ রিপোটার
দৈনিক সানসানই
অপরাধ সংবাদ (অনলাইন)
রাজশাহী, ব্যুরো।

০৫। রাকিবুল হাসান, রিপোর্টর- চেনেল-৯ এর মৌখিক বক্তব্যঃ

রাতে ঘটনাস্থলে যাই। জানতে চাই কি হচ্ছে। ১৩নং ওয়ার্ডে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। আমি আমার আইডি কার্ড লুকাইয়া ফেলি। এ সময় কিছু ডাক্তার তেড়ে আসে। বড় করিডোর দিয়ে এসে মার পিট করে। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি আবরার ভাই ১৩নং ওয়ার্ড এ অবরুদ্ধ আছে। রাহয়ান ভাই মারখেয়েছে। কিছুদূর দিয়ে দেখি ডাক্তারা আমাকে তেড়ে আসে এবং আমাকে ধরে মারধর করে। জীবন এ কোন দিন এধরনের অভিজ্ঞতা পূর্বে হয়নি ।

০৬। আকবারুল হাসান মিল্লাত এর মৌখিক বক্তবঃ

ডাক্তার এবং সাংবাদিক জনমুখি পেশা। পোষ্টার করে ইন্টার্নিরা নিজেদেরকে নিদোষ দাবী করে। অনেক ডাক্তার ১৭/১৮ বৎসর যাবৎ আছেন। তাদের বদলি প্রয়োজন। টিকে থাকার জন। রাজনীতির সাথে জড়িত। ডাক্তারগন কমার্শিয়াল। ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় কাজে জড়িত। ঘটনার পরে ডাক্তারা উস্কানি মূলক বক্তব্য ও পোস্টার করে। তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশ রাখেন-

- ডাক্তারকে বদলী করতে হবে।
- কোন রোগীর চিকিৎসা আত্মীয় স্বজনের সামনে করা যাবে না।Antendant যেন না থাকে।
- ডাক্তারদের Duty Hour এ TV না দেয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ডাক্তারদের বিনোদন প্রয়োজন। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

০৭। মাহফুজুর রহমান রুবেল –ATN এর ক্যামেরাম্যান এর বক্তব্যঃ

সাড়ে নয়টায় খবর পাই। খবর পেয়ে হাসপাতালে যাই। সাথের লোকেরা বলে ভিতরে অবস্থা খারাপ ভিতরে যাবেন না। আমরা চলে যাই বলে আসি । চ্যানেল ২৪ এর রায়হান ভাই চোখে রক্তাক্ত দেখি। রায়হান ভাই বলে তুমি আবরার ভাইকে উদ্ধার কর। আমার জন্য চিন্তা করনা। যমুনার রাসেলকে মেরেছে। মহিলা ইন্টার্নিরা উত্তোজিত এবং গালিগালাছ করছে এবং সাংবাদিকদেরকে ঘুষি মারছে। আমরা বাইরে অবস্থান করি। কিছুই বুঝতে পারিনি অকসাৎ আক্রমন করে। আমরা আবরার ভাইয়ের জন্য চিন্তা করি। পুলিশ বাশ হাতে নিয়ে ঘুরছে। ডাক্তার তমা, ডাক্তার সুব্রত এর নেতৃত্ব দিয়েছে মারামারির। হাসপাতালের পরিচালক এর কোন দেখা পাইনি।

লিখিত বক্তব্যঃ রাত ১০.৫০ মিনিটে হাসপাতালে গেটের সামনে আমরা অবস্থান করছিলাম। যেখানে বেশ কিছু পুলিশ ও র‍্যাব সদস্য সেখানে আসলে আমরা তাদের কাছে আমাদের পিটানোর ঘটনার কথা বলি। তারা আমাদের কথা শুনে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যায়। তারপর আমরা হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করি। রাত ১১.২৭ মিনিটে হাসপাতালে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কর্মিরা এসে আমাদের কথা শুনে ও এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিলে আমরা শান্ত হই। কিন্তু আমরা সত্যিই পুলিশের বা আইন শৃংখলা বাহিনির কাছে থেকে কোন সহযোগিতা পাইনি। ঘটনায় আমার নিজের এটিএন নিউজের কাজে ব্যবহৃত প্যানাসনিক ক্যামেরা ছিনতাই করে ও ভেংগে ফেলে যা আমি এখনো তা ফেরত পাইনি যার মূল্য -৫৭০০০/- হাজার টাকা।

আমি - মাহফুজুর রহমান (রুবেল)
ক্যামেরাম্যান-এটিএন-নিউজ
মোবাইল নং- ০১৭১৯-৭৫০৯৮৬, ০১৯২২-২১১১৬০।

০৮। মোঃ আসাদুজজামান আসাদ,সভাপতি বাংলাদেশ
ফটো জানালিষ্ট, এসোসিয়েশন, রাজশাহী এর মৌখিক বক্তব্যঃ

গত ২০/৪/২০১৪ রাত ১০.০০ ফোন পাই যে, হাসপাতালে গোলযোগ হয়েছে। গিয়ে দেখি রায়হান এর গালে আঘাত। ওসি বোয়ালিয়া থানার সাইদুর রহমানকে দেখি । আমাদের সহকর্মীকে আটক রাখা হয়েছে জানতে পারি। রাসেল মাহমুদ যমুনা টিভি - ডাক্তারদের হাতে মার খেয়ে পড়ে যায়। ১৩ নং ওয়ার্ডে ভিতরে পুলিশ ছিল। আবরার ও ভিতরে ছিল। গেইট লক থাকায় ডাক্তাররা ভিতরে প্রবেশ করতে পারছিল না। পুলিশ স্বক্রিয় ছিল না । পুলিশ ইচ্ছা করলে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পারতেন। আমরা খুবই অসহায় হয়ে পড়ি। আমাদের নিরাপত্তা নেই। আমার - যে ক্যামেরাটি খোয়া গেছে তাহার মডেল নং- নাইকোন-ডি ৩১০০।

০৯। গোলাম রাব্বানী, রিপোটর, মাছরাঙা টেলিভিশন এর লিখিত বক্তব্যঃ

রোববার রাত ১০.০০ টার দিকে আমার ক্যামেরা পারসন সৈয়দ মাসুদের মোবাইলে কল পেয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই। সেখানে ইমারজেন্সী গেটের সামনে গিয়ে দেখি সবাই আতংকগ্রস্ত। আমার ক্যামেরা পারসন বললেন, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের রিপোটার আবরার শা্ঈর অবরুদ্ধ। এ সময় সেখানে থাকা বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাদের আস্থা জানান এবং বলেন চলুন আবরারকে উদ্ধার করি। তখন আমরা ১৫-২০ জন এবং পুলিশের ৬-৭ জন সদস্য বোয়ালিয়া ওসির নেতৃত্বে আবরারকে উদ্ধার করতে যাই। মূলত ঘটনাস্থল ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে যেতে থাকি। এরপর ১০ হাত বা ১৫ হাত দূরে থাকা অবস্থায় ইন্টার্ন চিকিৎসকদের হঠাৎ চিৎকার ও হামলার ঘটনা ঘটে আমাদের উপর। আমি তখন আমার ক্যামেরাম্যানকে ফুটেজ নিতে বলি। কিন্তু হামলা এবার গণহারে সবার উপর। আমি আমার সহকর্মীদের বাচাতে চেষ্টা করি। তখন আমার ক্যামেরার পিটু কার্ড (৬৪জিবি) ও ব্যাটারী (অফিসিয়াল মূল্য প্রায় - ৮৫,০০০/- টাকা) এ সময় ক্যামেরা থেকে হারিয়ে যায় বা পড়ে যায়। আমি হামলার শিকার হয়ে পালাতে থাকি। এরপর মূল গেটে এসে আমি গুরুতর আহত রায়হানকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাই।

১০। আমি জাবীদ অপু, ক্যামেরাপার্সন, যমুনা টিভি, রাজশাহী সেন্টার এর লিখিত বক্তব্যঃ- রাজশাহীতে গত ২০ এপ্রিল/২০১৪ রাত আনুমানিক ১০:৩০ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিচ তলায় ১৩ নং ওয়ার্ডের সামনে ইন্টানী ডাক্তারের হামলায় আমার সহকর্মী তারেক মাহমুদ রাসেলকে গুরুত্বর আহত করে তার ব্যবহৃত (প্যানাসনি পি২-২০২ ক্যামেরা একটি , দুইটি পি২ কার্ড, দুইটি ক্যামেরার ব্যাটারী, একটি সানগান ,লাইট, ও বেস প্লেট একটি ছিনিয়ে নেয়)।

ঘটনার সময় আমাকেও মারধর করে কিন্ত আমি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই। ঘটনাটি পর অকুতস্থলে পুলিশের সহযোগিতায় আবারও যাই এবং অনেক খোজ খবর ও খোজাখুজি করে ছিনিয়ে নেয়া ক্যামেরাটির (মুভি) না পেয়ে পুলিশকে জানাই।

জাবীদ অপু
ক্যামেরাপারসন
যমুনা টিভি,রাজশাহী সেন্টার
রাজশাহী।

ক্ষতিগ্রস্থ ক্যামেরার তালিকা (সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে)

১। যমুনা টেলিভিশনের ভিডিও ক্যামেরা (পিটি-২০২, প্যানাসনিক) একটি ইন্টার্নী ডাক্তাররা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ক্যামেরার সাথে আরে ছিলো লাইট-১টি, ব্যাটারী-২টি, বেসপ্লেট/ ফিসপ্লেট-১টি।

২। এটিএন নিউজের ক্যামেরাম্যান মাহফুজুরর রহমান রুবেলের প্যানাসনিক হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ইন্টার্নী ডাক্তারা।

৩। চ্যানেল-২৪ এর পিটু-১৭২ প্যানাসনিক ভিডিও ক্যামেরা ভাংচুর হয়েছে। তবে ক্যামেরার লাইট ও ব্যাটারী ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ইন্টার্নী ডাক্তারা। ক্যামেরাম্যান ছিলেন রায়হানুল ইসলাম। সাথে সাথে ১ টি পি-টু কার্ড ভেংগে ফেলেছে তারা।

৪। ইন্ডিপিডেন্ট টিভির সনি ইএক্সআর ক্যামেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার মডেল পিএসডব্লিউ-ইএক্সআইআর-২১০৪১৩। ক্যামেরাটির ফোকাস নষ্ট হয়ে গেছে। ক্যামেরাম্যান জাফর ইকবাল লিটনের হাতে।

৫। মাছরাংগা টিভির প্যানাসনিক এজি-এইচপিএক্স০১৭২ ইএন মডেলের ভিডিও ক্যামেরার পিটু-কার্ড (৬৪ গিগাবাইট) ও ব্যাটারী ঘটনাস্থল থেকে খোয়া গেছে। ক্যামেরাটি ক্যামেরাম্যান সৈয়দ মাসুদের হাতে।

৬। কালের কণ্ঠের ক্যামেরাম্যান সালাউদ্দিনের হাতে থাকা নাইকন-ডি-৩০০০ মডেলের ক্যামেরা ভাংচুর করা হয়েছে এবং ক্যামেরার ব্যাটারী খোয়া গেছে।

৭। বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন রাজশাহী শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদের হাতে থাকা নাইকন (ক্যামেরা-৩১ মডেল) স্টিল ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতাল এর চিকিৎসক ও পরিচালকের বক্তব্যঃ

আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ, কে এম নাসির উদ্দিন গত ১৭/০৪/২০১৪ তারিখে অত্র হাসপাতালের পরিচালক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি । গত ২০/০৪/২০১৪ তারিখে হাসপাতালের অফিসে কিছু সরকারী কাজ করার সময় আনুমানিক ২১:০০ ঘটিকার সময় আমার পিএ সুমন এর ফোনের মাধ্যমে জানতে পারি ১৩ নং ওয়ার্ডে একজন ভর্তি রোগীর এটেন্ডেন্ট কর্তব্যরত একজন ইন্টার্নী চিকিৎসক কে রোগী দেখা নিয়ে থাপ্পর মারার ফলে হৈচৈ শুরু হয়েছে। আমি তৎক্ষনাত আমার অফিসে হাজির থাকা উপ পরিচালক ডা: এ এস এম বরকতউল্লাহ, সিনিয়র ষ্টোর অফিসার ডা: আলী আকবর ওয়ার্ড মাষ্টার মোশারফ হোসেন এবং হাসপাতাল নিরাপত্তার দায়িত্বে ব্যস্ত এস আই মিজান কে সংগে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। ঘটনাস্থলে যেয়ে আমি দেখতে পাই ১৬-১৭ বৎসরে একজন রোগী যার নাম মোঃ আবিদ আলী আকাশ বেডে শুয়ে আছে যিনি কিছুক্ষণ আগে এ ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে এবং কর্তব্যরত দুইজন চিকিৎসক ডা: সুব্রত তাকে পরীক্ষা করার সময় রোগীর বড় ভাই জনাব রোজ ডা: সুব্রতকে চপেটাঘাত করার ফলে হাসপাতাল ঐ সময় কর্তব্যরত ৩-৪ জন ইন্টার্নী চিকিৎসক ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়ে তাকে এর কারণ জানার চেষ্টা করছে এবং এর সুনির্দিষ্ট বিচারের জন্য দাবি করছে। আমি বিষয়টি গুরুত্ব এবং এর পরবর্তী Consequence এর বিষয়টি অনুধাবন করে জনাব রোজ কে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন তার ছোট ভাইকে ডাঃ সাহেব পরীক্ষা করার জন্য গালে ও শরীরে জোড়ে জোড়ে আঘাত করলে সে উত্তেজিত হয়ে ডা: সাহেবকে একটা চড় মেরে ফেলেছেন যেটা তার করা ঠিক হয়নি এবং এর জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি লক্ষ্য করি ওয়ার্ডের মধ্যে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়ে নানা বক্তব্য দিয়ে পরিস্থিতি অবনতি হতে যাচ্ছে। আমি ইন্টার্নীদের এ জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এই ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার করা হবে বলে আশ্বস্ত করে জনাব রোজকে কর্তব্যরত পুলিশের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এ সময়ের মধ্যে আমি এস আই কে আরও পুলিশ ফোর্স আনার জন্য থানায় বলতে বলি এবং আমি নিজে মোবাইল ফোনে পুলিশ কমিশনার এবং ডিজি এফ আই-রাজশাহী শাখার কর্লেন জি এস জনাব আদিলকে বিষয়টি জানিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার ও অবনতি রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সেই সাথে ওয়ার্ড থেকে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে ওয়ার্ডের কলাপসিপল গেট আটকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করি অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্সের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। এখানে উল্লেখ্য যে, অতিদ্রুত ওয়ার্ডের সামনে আমি লক্ষ্য করি অনেক ইন্টার্নী চিকিৎসক হাজির হয়ে রোগীর এ্যাটেনডেন্ট কর্তৃক ইন্টার্নী ডাক্তারের উপর শারিরিক আঘাতের উপযুক্ত বিচারের দাবীতে নানা প্রকার শ্লোগান দিতে থাকে। হাসপাতালে সদ্য আগত পরিচালক হিসাবে ২ দিন আগে আসায় ইন্টার্নী চিকিৎসকগণ আমাকে চিনতে পারছিলাম না। তবে আমি তাদেরকে নানাভাবে আশ্বস্ত করে সুষ্ঠু বিচারের নিশ্চয়তা দিয়ে তাদেরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যদের আগমনের জন্য অপেক্ষারত থাকছিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই বেশ কিছু পুলিশ সদস্য দু'জন এসআই ও রাজপাড়া থানার ওসি ঘটনাস্থলে হাজির হলে তারা ওয়ার্ডের বাহিরে অবস্থান নিয়ে উপস্থিত ইন্টার্নীদের ওয়ার্ডে প্রবেশের বাধা দেওয়াসহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করতে থাকে। এর মধ্যে আরও অনেক ইন্টার্নী চিকিৎসক ও ছাত্ররা ঐ স্থানে এসে হাজির হয় এবং তারা চিকিৎসকে চপেটাঘাতকারী ব্যক্তির বিচারের দাবি নিয়ে নানা শ্লোগান দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে জনাব রোজকে

হাসপাতালের বাহিরে নিয়ে যেতে পারছিল না । এর মধ্যে হঠাৎ শুনতে পাই কিছু সাংবাদিক ওয়ার্ডের দিকে আসতে চাইলে ইন্টার্নী চিকিৎসকগণ তাদের হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার জন্য উচ্চ স্বরে তাদের চলে যেতে বলছে। এবং সাংবাদিক উপস্থিতির সাথে সাথে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে । এর কিছুক্ষণ পর আরও পুলিশ সদস্য ও উর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে হাজির হয় । এর মধ্যে ১৩ নং ওয়ার্ডের ইনচার্জ মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক জনাব খলিল সাহেবও হাজির হন এবং ইন্টার্নীদের উত্তেজিত না হয়ে কিছু না করে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিকিৎসককে চপেটাঘাতকারী জনাব রোজ এর বিচার করতে সহায়তার করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন । আমরা ঐ সময় ওয়ার্ডের বারান্দায় কলাপসিপল গেটের ভিতরে অবস্থান করায় বাহিরের খুব বেশী দেখতে পাচ্ছিলাম না । ইতিমধ্যে আবার আমরা হৈচৈ শুনতে পাই তখন উপস্থিত পুলিশ সদস্যগণ ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ঘটনাস্থল থেকে সরে যাওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। এর সাথে আমি পুলিশ বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্রমে জনাব রোজকে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার কৌশল নিয়ে শলাপরামর্শ করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই তাকে পুলিশ সদস্যের পোশাক ও হেলমেট পরিয়ে কৌশলে বের করে নেওয়ার। প্রচন্ড উত্তেজনাকর এই পরিস্থিতিতে আমি ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে উপস্থিত ইন্টার্নী ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেওয়া শুরু করি এবং তাদের দৃষ্টি ফেরাতে আমি হোষ্টেল দিকে হাটতে থাকি। এ সময় তারা আমার সাথে নানা দাবী নিয়ে কথা বলার এক ফাকে একদল পুলিশ সদস্য জনাব রোজকে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী সরিয়ে নেয়। ক্রমান্বয়ে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ইন্টার্নীগণ উক্ত অপরাধী জনাব রোজ এর বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজে করবে না বলে হাসপাতাল ত্যাগ করা শুরু করে। আমি আমার সহকারীসহ অফিসের দিকে চলে যাই এর কিছুক্ষণ পর শুনতে পাই হাসপাতালের ইমারজেন্সী এলাকার দিকে আবার হৈচৈ শুরু হয়েছে। আমি লোক মারফত আরও জানতে পারি বেশ কিছু সাংবাদিক ওখানে জড়ো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হাসপাতলের ১৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থানকালে আমি ঘটনা বর্ণনা করে হাসপাতালের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় এমপি জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ আরও সংশ্লিষ্ট অনেকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রের চেষ্টা চালিয়ে যাই। হাসপাতালের চলমান চিকিৎসা সেবা অব্যহত রাখার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানদের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে রেজিস্টার, সহকারী রেজিস্টার, আর এমও প্রেরণ নিশ্চিত করে চিকিৎসা সেবা অব্যহত রাখার জন্য অনুরোধ করি । হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা হয়। এ সময় আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিজিটে যাই । রাত আনুমানিক ০১৩০ ঘটিকায় মাননীয় এমপি ফজলে হোসেন বাদশা, পুলিশ কমিশিনার, রাজশাহী সিটি মেয়রসহ আরও অনেকের উপস্থিতিতে ইমাজেন্সীতে অবস্থানরত সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং আহত সাংবাদিক জনাব রাসেল মাহমুদ কে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকায় প্রেরণের জন্য হাসপাতালের এ্যামবুলেন্স ইসলামিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করার নিশ্চয়তা প্রদান করার পর উপস্থিত সাংবাদিক হাসপাতাল এলাকা ত্যাগ করেন। পরদিন অর্থাৎ ২১/০৪/২০১৪ তারিখে হাসপাতালে সার্বিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে চিকিৎসক ও কর্মচারীদের সাথে বিভিন্ন সভা করে কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ধর্মঘটে যাওয়ার থেকে বিরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করি এবং সভা করে তাদেরকে শান্ত থাকার ব্যবস্থা করি ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রেখে জনগুরুত্বপূর্ণ এই মানবিক সংস্থাটির কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে যথোপযোক্ত সময় গ্রহণ করায় ফলে কোন ধরণের বিপর্যয় বিরতীহীনভাবে হাসপাতালটির কার্যক্রম অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ভত: পরিস্থিতিতে একজন কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: কামরুল হাসান মিঠু সহ ৫-৬ জন ইন্টার্নী চিকিৎসক আহত হন। তাছাড়া বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও ঘটনার সময় আহত হয়েছেন যা আমি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে ইন্টার্নী চিকিৎসদের সাথে প্রাসংগিক বিষয়ে আলাপকালে ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে দেখতে পাই । একজন সাংবাদিক লাঠি নিয়ে একজন চিকিৎসককে আঘাত করার ফলেই পরিস্থিতি জটিল ও পুলিশের নিয়ন্ত্রনের বাহিরে চলে গেলে ঐ ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত দু:খজনক ও অনভিপ্রেত। এই ঘটনা আমাদের চিকিৎসক ও সাংবাদিক সমাজকে দারুনভাবে আহত করেছে । আমি এই ঘটনার জন্য দু:খ প্রকাশ করছি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় খুজেঁ বের করার তাগিদ অনুভব করছি।

২৫/০৪/১৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ, কে এম নাসির উদ্দিন

পরিচালক

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

BMA রাজশাহীর সুপারিশ সমূহ :

১। পরিবেশ উন্নয়ন
* Celling Fan এর ব্যবস্থা করা।
* Hospital Attendence Control .
* Hospital working doctor/Nurse/কর্মচারী বসার জন্য/ রোগী দেখার পরিবেশ।

২। তথ্য সরবরাহ করার কোন System নেই ।
* সঠিক ব্যক্তির নিকট Information

৩। media এর কারণে চিকিৎসক সমাজ জাতীর নিকট শত্রু হয়ে যাচ্ছে-চিকিৎসা করতে ভয় পাচ্ছে।
* সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করা ।
* Elite শ্রেনীর লোকদের সাথে মত বিনিময় করা ।
* রোগীর লোকদের সাথে মত বিনিময় করা ।

৪। ডাক্তারদের মারলে কিছু হয় না এ ধারণার পরিবর্তন করতে হবে
* Hospital Director পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

৫। তথ্য ভুলভাবে সাংবাদিকদের নিকট যাওয়া
* Hospital পরিচালকের মাধ্যমে তথ্য media কাছে যাবে
* হাসপাতালে তথ্য Cell থাকবে - সংবাদ সেখান থেকে media কাছে যাবে।

৬। চিকিৎসাসেবা প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট Cell থাকা উচিত
* সেবার প্রচারণা।
* নিয়ম প্রচারণা।

৭। Attendance control
* Visiting hour কঠোর ভাবে মেনে চলার ব্যবস্থা করা।
* ঘন্টি বাজানো।

৮। Bed Vs রোগীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য ৪ তলা নতুন Building ১০ তলা করার প্রস্তাব।

৯। Hospital এ senior সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য আসার অনুমোদন নিয়ে তথ্য সংগ্রহকরা ।

১০। Doctor protection law, private clicnic law enforcement.

১১। ইন্টার্নী ডাক্তারদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের করা case গুলি withdraw করন ।

ডা: সুব্রত-

Neuro-Psy-Chia-tric disorder এর রোগীর Historia রোগভাল করার জন্য চোখের উপরের অংশে চাপ দেই; patient লাফিয়ে উঠে। রোগীর Attendant এর ভাই আমাকে বামগালে চোড় মারে। আমি হতবাক হয়ে যাই। আমাকে মারতে উদ্যত হয়। আমি ওটি বয় গোলাম মোস্তফাকে পরিচালক ও পুলিশকে খবর দিতে বলি। পরিচালক দু'জন Police নিয়ে ward প্রবেশ করে। পরিচালক ও পুলিশ Attendantকে নিয়ে যায়। লোকজন জড় হয়। দালালদের সাথে কিছু বহিরাগত লোক উস্কানিমূলক কথা বলেন এবং হুমকি প্রদান করে। আমি রাত ১১.০০ পরে ward থেকে বের হয়ে আসি।

২৫/০৪/২০১৪

ডা: সুব্রত মন্ডল
মেডিসিন ইউনিট-২
রামেকহা

ডা: তমা সরকার, ইন্টার্নী ডাক্তার

ঐ দিন রাত ৯.৩০ মিনিটে ১৩ নং ওয়ার্ডে কর্মরত ছিলাম। রোগীর চিকিৎসা নিয়ে রোগীর Attendant ডা: সুব্রত কে গালিগালাজ করে। রোগীর Attendent ডা: সুব্রত কে মারতে উদ্যত হয়। আমি হতবাক হয়ে যাই। পরিচালক স্যার Police নিয়ে ward এ আসেন। আমরা লোক খারাপ, অভব্য ভাষায় গালিগালাজ করিনি। ওয়ার্ড বয়গণ গালিগালাজ করতে পারেন। আমি ১৩ নংward এ ছিলাম। বাইরে কি হয়েছে আমি জানিনা। আমি ডা: সুব্রত কে মারতে দেখিনি। বাইরে প্রচন্ড রকমের হইচই হচ্ছিল এটা আমি শুনেছি।

ডা: তমা সরকার
ওয়ার্ড নং ১৩

ডা: ফাহমিদা আলী সোমা,

অর্থোপেডিক্স সার্জারী ওয়ার্ডে কর্মরত ছিলাম। ইন্টার্নির ১১ মাস শেষ হয়েছে। রাত ১০.০০ দিকে Duty Change হয়। আমি ১৩ নং ওয়ার্ড দিয়ে অর্থোপেডিক্স ওয়ার্ডে যাই। আমি ১৩ নং ওয়ার্ডে আমার colleague দের দেখি। ঐ সময় কয়েক জন সাংবাদিক আসেন। তবে তাদেঁর logo ছিলনা। আমরা সাংবাদিকদের ছবি না তোলতে বলি। আমরা বলি রোগীর convulsion disorder হয়েছে। সে ভালো আছে। সাংবাদিক বলেন যে, রোগী মারা গিয়েছে। আমি বলি রোগী বেচে আছে। আমি দেখি হলুদ T-shirt পড়া এক সাংবাদিক প্রবেশ করে। সবুজ T-shirt পড়া লোক সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি নাই সে সাংবাদিক কিনা। সাংবাদিক এর হাতে একটি মাইক্রোফোন ছিল। সেটি দিয়ে সে মারে। আমি পড়ে যাই। লোকজন ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। Police ঐ সাংবাদিককে পুলিশ ব্যারিকেডের ভিতর নিয়ে দুপক্ষকে থামাতে চেষ্টা করে। সাংবাদিক Police এর protection এ আছে। যমুনা TV রাসেল মাহমুদকে কারা মেরেছে আমি জানি না।

ডা: ফাহমিদা আলী সোমা

২৫/০৪/২০১৪

ডা: কামরুল হাসান মিঠু, ইন্টার্নি ডাক্তার, গাইনী ওয়ার্ড, ২২

ঐ দিন ২০/০৪/১৪ তারিখ Emergency OT শেষে ফিরতে ছিলাম । ১৩ নং ward এ গিয়ে শুনতে পেলাম আমাদের colleague ডা:সুব্রত রোগীর Attendant দ্বারা আহত হয়েছে। অনেকগুলো Attendent/police ছিল। জানলাম সাংবাদিক দ্বারা আমাদের colleague সোমা আহত হয়েছে। পুলিশ সেই সাংবাদিকদেরকে বের করে দিয়েছে। আমি বিষয়টি জানার জন্য ঘুরাঘুরি করি। হঠাৎ করে দেখি তাদের হাতে লাঠি, হকিস্টিক। ক্যামেরা নিয়ে দৌড়ে আসছে। আমি কিছু বুঝার আগেই একজন আমার চেপে ধরে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে যাই । তখন ধর ধর চিৎকার করে। একজন আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে । কয়েকজন আমাকে ধরাধরি করে, আমি পরে যাই এবং আমার colleague আমাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে । আমি অচেতন হয়ে যাই । পরে আমি Neuro Science Dept: ভর্তি ছিলাম ।

ডা: মো: কামরুল হাসান মিঠু ২৫/০৪/১৪

০১৭২৩৬২২০৩১

ডা: মো: খলিলুর রহমান, Associate Prof. Medicine রোববার, Admission Day ছিল। সতর্ক থাকতে হয়। আনুমানিক ১০.১০ মি: টেলিফোন পাই একজন Attendant কর্তৃক একজন ডাক্তার আক্রান্ত হয়। আমি আবার ফোন পেয়ে ward-13 এ আসি। পরিচালক, police ছিল, অনেক লোক ছিল গ্রীল এর সাথে police ছিল। গিয়ে দেখি তালামারা শব্দ হচ্ছে। আমি গেইট খুলতে বলি। গেইট খুললে আমি ঢুকি। সন্ধ্যায় বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ করে আমরা নিজেরা বিষয়টি solve করতে চেষ্টা করি । কিছুক্ষণ পর জায়গাটি ফাঁকা হয়েছে । Director স্যার চলে যায়, আমি ward এ যাই গিয়ে সবাইকে Instruction দেই। পরিচালক স্যারের সাথে Admission কথা সেরে রাত ১.০০ বাসায় যাই। ডা: সুব্রত এর ঘটনা Attendent কর্তৃক চড় মারার ঘটনা শুনেছি।

ডা: মো: খলিলুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
রাজশাহী০১৭১১৩০২২৬১

ডা: কাজী আল হোসেন জলিল
সহ: রেজিস্টার, শিশু সার্জারী বিভাগ

আমি বিগত ৮ মাস যাবৎ কর্মরত আছি। আমি ৩০তম BCS । আমি pediatric ডাক্তার । কাজ শেষে হেটে বাসায় যাচ্ছিলাম । আমি হৈ চৈ শুনে গিয়ে দেখি, কিছু দুবৃত্ত বাশ দিয়ে ইন্টার্নী ডাক্তারদের মারে । সাংবাদিক ক্যামেরা ম্যান ছবি তোলে । ৩০/২৫ জন পুলিশ বাশি মারে । আমি Lady Internee দের না মারার জন্য বলি। কিছু লোকজন ইন্টার্নী ডাক্তাদের (patient Attendent) মারার জন্য দৌড়াচ্ছে। আমি থামাতে গিয়ে মার খাই পরে যাই। পুলিশ বাশি বাজাচ্ছে, তারা ডাক্তার এবং সাংবাদিকদের মারেনি। আমি আমার ওয়ার্ড থেকে (৯ নং ওয়ার্ড, তয় তলা) ১৩ নং ওয়ার্ড এর সামনে দিয়ে যাচিছলাম ।

২৫/০৪/১৪

ডা: আসম বরকতউল্লাহ
DD, Hospital

আমি দু বছর যাবৎ আছি। আমি এবং পরিচালক যন্ত্রপাতি ক্রয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। রাত ৯.৩০ শুনলাম ১৩ নং- ward এ patient এর Attendent দ্বারা ডা: সুব্রত লাঞ্ছিত হয়েছে। শুনে আমি এবং Director এবং police বক্স খবর দেই । পুলিশ নিয়ে ward এ যাই। ডা: সুব্রত এর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে রোগীর consciousness level মাপার জন্য চাপ দিলে ঐ Attendent ডা: সুব্রতকে চড় মারেন। কেন ডা: কে চড় মারলেন এ কথা জিজ্ঞেস করলে সে জানান আমি বুঝতে পারিনি। বাইরে হৈ চৈ হয়, পরিচালকের নির্দেশে গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। আমি ইন্টার্নী ডাক্তারদের রুমে ছিলাম। আমি রাত ১১.১৫ পর্যন্ত ছিলাম । আমি পরের দিন বাইরে যাব বলে বাসায় চলে আসি। আমি মারামারি, ক্যামেরা ভাংচুর এর ঘটনা দেখিনি ।

Mob: 01727661207

পর্যবেক্ষণ

বর্ণিত রোগীকে পরীক্ষা করার সময় রোগীর ভাই ডাঃ সুব্রতকে চড় মারে। স্থানীয়ভাবে রটে যায় যে, রোগী ভুল চিকিৎসায় মারা গিয়েছে এবং তা কিছু মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। প্রকৃত পক্ষে রোগী মারা যায় নাই। রোগী ১৩ নং ওয়ার্ডে সুস্থ আছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ রোগীর সাথে এবং রোগীর " মা " এর সাথে কথা বলেন। রোগীর " মা " জানান তার মেঝ ছেলে ডাক্তারকে চড় মেরেছে। এমনি একটি অনাকাঙ্খিত বিষয় নিয়ে ঘটনার উৎপত্তি। যা পরে ডাক্তার এবং সাংবাদিকদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি, সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। এ ক্ষেত্রে Hospital Management Authority সচেতনতার অভাব প্রতীয়মান হয়; অন্যদিকে মিডিয়ার কর্মীবৃন্দও যুক্তিসংগত পদক্ষেপ নেয় নাই।

রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতাল এর সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশ মালাঃ-

১. যে সমস্ত সাংবাদিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

২. আহত সাংবাদিকগণের সুচিকিৎসা প্রদান সহ চিকিৎসা ব্যয় প্রদান করা।

৩. আহত চিকিৎসকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৪. Attendant এর সংখ্যা control করা।

৫. Information cell গঠন করা।

৬. Visiting hour কঠোরভাবে মেনে চলার ব্যবস্থা করা।

৭. বর্ণিত ঘটনা নিয়ে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা হয়েছে তা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা।

৮. পাক্ষিক বা মাসিক ভিত্তিতে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রমের উপর প্রেস রিলিজ বা প্রেস কনফারেন্স এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. Attendant দের সামনে রোগীকে পরীক্ষা নীরিক্ষা না করা।

১০. Patient and Attendant handling এর ক্ষেত্রে ডাক্তারদের আরও বেশী যত্নশীল হওয়া।

১১. RMCH এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এবং প্রাক্তন রাজশাহী সিটি মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সাংবাদিক ডাক্তারদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করবেন।

১২. মাঝে মাঝে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন পেশাজীবি ও সিভিল সোসাইটির সাথে সেবা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা।

- বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এর মহাসচিব জনাব আবদুল জলিল ভূঁইয়া মতামত রাখেন যে, সাংবাদিকগণ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কোন ঘটনা Cover করতে হাসপাতালের অভ্যন্তরে পূর্বানুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে।

- বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জনাব ডাঃ মোসাদ্দেক আহমেদ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব ডাঃ মাহমুদ হাস্নান সাংবাদিক ইউনিয়ন এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন সাংবাদিকগণকে নিয়মের মধ্যে যাওয়ার কথা বলেন।

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
উপসচিব (কাউন্সিল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য সচিব, তদন্ত কমিটি।

(ডাঃ মোসাদ্দেক আহমেদ)
বিএমএ প্রতিনিধি
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি।

(মোঃ আবদুল জলিল ভুঁইয়া)
মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল জার্নালিষ্ট ইউনিয়ন,ঢাকা।
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি।

(ডাঃ মাহমুদ হাস্নান)
প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি।

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, তদন্ত কমিটি।